Text Book

দৈনিক বাংলা

003

তারিখ 14 MAY 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

পাঠ্য বইয়ের হালচাল

ভাল ইমারত গড়ার জন্যে শক্ত ভিত দরকার। ভিত পোক্ত হলে তার ওপর দশতলা কেন, এক শ তলা দালানও নির্বিঘ্নে তোলা যাবে। কিন্তু শিক্ষার বিষয়টাও কি সত্যিই এরকম? অনেকে অবশ্য বলেন, শিক্ষার ভিতটাও পোক্ত হওয়া ভাল। তবে মুশকিল হল আমাদের দেশে তো নিউটনরা আইনস্টাইনরা কেউ জন্মাননি, তাই ওরকম মানুষ গড়ার জন্যে শিক্ষার ভিতটা ঠিক কি রকম হওয়া দরকার সে ব্যাপারে আমাদের ধারণা খুব স্পষ্ট না হবারই কথা। প্রতিভা ব্যক্তিগত, সন্দেহ নেই। তবে অনুকূল পরিবেশ না হলে তা রক্ষা করা সম্ভব নাও হতে পারে।

আমাদের দেশের শিক্ষার ভিতটা যে মজবুত নয়—এ কোন নতুন কথা নয়। না হবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে ঠিকই। শিক্ষা তো আর আমাদের সাত পুরুষের আমলত নয়। ব্যাপক জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার চিন্তাটা হাল আমলের ব্যাপারই। যুগ যুগ ধরে কৃষি প্রধান এই দেশে বেশিরভাগ সাধারণ মানুষেই শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার কোন তাগিদ অনুভব করেনি। এখনও যে খুব একটা করে এমন নয়। ১৯৮৩/৮৪ সালে পাওয়া পরিসংখ্যান মতে বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ২৬ জন। পনেরো ষোল বছর আগে এই হার ছিল শতকরা বিশ বাইশ। তারও দু এক যুগ আগে হয়তো শিক্ষিতের সংখ্যা আঙুলে গোণার মত অবস্থায়ই ছিল। তাই বলে শিক্ষিতের বর্তমান হারকে উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কোন অবস্থাও বলা যাবে না, নিশ্চয়ই। এখন এই শতকরা ছাব্বিশ জন সাক্ষরের দেশে শিক্ষক ভিতটা কেমন হলে মানানসই হয়? আমাদের যেমন আছে তেমনই কি? এইভাবে চলতে থাকলে পনেরো বিশ বছর পরে শিক্ষিতের হার আরও দুই শতাংশ বাড়লে বাড়তেও পারে। কাছিম আর খরগোশের দৌড় প্রতিযোগিতার গল্পের মর্মার্থে যাদের আস্থা আছে তারা এতে আপত্তি নাও তুলতে পারেন।

তা শিক্ষিতের হার না হয় কম করেই মানে আস্তে আস্তেই বাড়ল। কিন্তু যারা শিক্ষিত হচ্ছে, তারা কি শিখছে সেও বিবেচনার বিষয়। শিক্ষার ভিতটা তো প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়েই রচিত হবার কথা। আমাদের দেশে এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা সাধারণত পাঠ্যবই থেকেই জ্ঞান আহরণ করে থাকে। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে এখানে পাঠ্যবইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু মুশকিল হল আমাদের এই সব পাঠ্যবইগুলির মান সম্পর্কে অনেকের মনেই খুঁত খুঁত ভাব আছে। তারা সন্তুষ্ট নন। এরকম একজন অসন্তুষ্ট ব্যক্তি দৈনিক বাংলায় চিঠি লিখেছেন। তার অভিযোগ চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য একটা ইংরেজী গ্রামার বই সম্পর্কে। বইটির একটা পৃষ্ঠায় এক বিষয়ে উদাহরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ 'দি সান মুভস রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড।' অর্থাৎ সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। পত্র লেখক লিখেছেন, আমরা এই বিংশ শতাব্দীতে জানি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। কিন্তু শিক্ষক লেখকরা সূর্যকে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরিয়েছেন। বইটির রচয়িতা দুই জনই শিক্ষক।

অসঙ্গতি তোলার মত যুক্তিসঙ্গত কারণ তো আছেই। সৌরমন্ডল কারও ব্যক্তিগত তালুক নয় যে যাকে তাকে ইচ্ছামত যেমন তেমন ঘোরানো যাবে। ওই বিশেষ পাঠ্যবইয়ের লেখকরা সৌরমন্ডল সম্পর্কে নতুন কোন সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চালাচ্ছেন বলেও মনে হয় না। কারণ চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজী গ্রামার বই সৌরমন্ডল সম্পর্কিত গবেষণার কোন মাধ্যম হতে পারে না। তবে পাঠ্যবই লেখকরা যদি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ ক্ষমতাকে সবরকম তথ্য গ্রহণের জন্যে উপযোগী করে গড়ে তোলার পরিকল্পনায় এ কাজ করে থাকেন, তাহলে অবশ্য কারও কিছু বলার থাকতে পারে না। সব বিষয়েই আজকাল নতুন নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। নিত্যনতুন তথ্যে মাঝে মাঝে আমরা বেসামাল হই বৈকি। কখনও শুনি লবণ খাওয়া ভাল নয়, কখনও শুনি ভাল। এতদিন জানতাম চা খেলে তেমন কোন ক্ষতি হয় না। সেদিন জানা গেল চা খেলে নাকি অম্লনালীর ক্যান্সার হতে পারে। বহুদিন ধরে চিকিৎসকদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মত ছিল চিনি খেলে ডায়াবেটিস হয় না। কিন্তু ডায়াবেটিস হলে চিনি খেতে নেই। কয়েকদিন আগে একজন গবেষক এই মতও খন্ডন করে বসেছেন। এখন আমরা সাধারণ মানুষেরা যাই কোথায়? কোন কথায় বিশ্বাস করি? চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মত কোন সৌরবিজ্ঞানীও যদি এখন সত্যি সত্যিই বলে বসেন আসলে সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, এতদিন আমরা যা জানতাম তা ভুল, তাহলে? যেকোন তথ্য গ্রহণ করবার মত মানসিকতা না থাকলে তো বিপদ এখন, মহাবিপদ। জ্ঞান আহরণ ও তথ্য গ্রহণ করার ক্ষমতাকে যথেষ্ট ফ্লেকসিবল করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে বলেই ধরে নিতে হবে।

কিন্তু পাঠ্যবইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তো এই একটাই নয়। অনেকের আরও অনেক রকম অভিযোগ আছে। বানান ভুল, ব্যাকরণ ভুল ইত্যাদি। পাঠ্যবইতো নয়—এ শুধু ভুলের বোঝা, তা সব ভুলের ব্যাখ্যা দেয়া আমাদের সীমিত বুদ্ধিতে তো কুলায় না। তবে সূর্যকে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরিয়ে ওই দুজন শিক্ষক কার্যত শিক্ষার ভিতকেই নাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন বলে মনে করি। পাঠ্যবইয়ে তাদের এই মত প্রচারের আগে উচিত ছিল ওই নতুন মত প্রতিষ্ঠিত করে তোলা কিন্তু অতোটা তর তাদের সয়নি। এ ক্ষেত্রে ওই দুজন শিক্ষকেরই দায়িত্বহীনতা শুধু স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। একই সঙ্গে বইটিকে যারা পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করলেন, তারা কি দায়িত্ববোধের পরিচয় দিলেন? শিক্ষার ক্ষেত্রে এই যে অরাজক অবস্থা, তার জন্য এই দায়িত্বহীনতাও কম দায়ী নয়। কিন্তু শিক্ষা সুশৃংখল করার দায়িত্ব কে নেবে?

—কণিকা মাহফুজ